রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ৬, ২০১৭

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৪ মাঘ, ১৪২৩ মোতাবেক ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

নিম্নলিখিত বিলটি ২৪ মাঘ, ১৪২৩ মোতাবেক ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে:—

বা. জা. স. বিল নং ০৫/২০১৭

বাংলাদেশে মোটরযান ও সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত বিল

যেহেতু বাংলাদেশের মোটরযান ও সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "উপদেষ্টা পরিষদ" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ;

(২) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ;

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

(৩) "চেয়ারম্যান" অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(৪) "পরিচালনা পরিষদ" অর্থ ধারা ৯ এর অধীন গঠিত পরিচালনা পরিষদ;

(৫) "প্রবিধান" অর্থ ধারা ২০ এর অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৬) "বিধি" অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন প্রণীত বিধি; এবং

(৭) "মোটরযান" অর্থ—

(ক) কোনো যন্ত্রচালিত যান বা যানবাহন বা পরিবহণের মাধ্যম যাহা রাস্তা, সড়ক বা জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত, নির্মাণ, অভিযোজন বা ব্যবহার করা হয়;

(খ) কোনো চ্যাসিস ও ট্রেইলার যাহার চালিকা শক্তি অন্য কোনো বাহিরের বা ভেতরের উৎস হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে এবং যাহার সহিত কোনো কাঠামো বা বডি সংযুক্ত হয় নাই;

তবে সংস্থাপিত বা আটকানো রেল, রেললাইন বা রেলপথ দিয়া চলাচলকারী বা একচ্ছত্রভাবে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা বা অন্য কোনো বদ্ধ চত্বর বা অঙ্গনে ব্যবহৃত যানবাহন অথবা মনুষ্য বা পশু দ্বারা চালিত যানবাহন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৩। **কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Ord. No. LV of 1983) এর Chapter IA এর section 2A এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Raod Transport Authority (বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ) এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **কর্তৃপক্ষের কার্যালয়।**—(১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার অধস্তন বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি**।—(১) কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) মোটরযান চালনার ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান;

(খ) মোটরযানের নিবন্ধন, ফিটনেস সার্টিফিকেট ও রুট পারমিট প্রদান;

(গ) মোটরযান প্রস্তুতকারী ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান, বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, ওয়ার্কশপ, দূষণ পরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান এবং ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলের নিবন্ধন প্রদান;

(ঘ) যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সার্ভিস কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) সরকারি মোটরযান মেরামত ও অকেজো ঘোষণার নিমিত্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান;

(চ) সড়ক দুর্ঘটনার পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান;

(ছ) সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম;

(জ) ট্রাফিক চিহ্ন, সংকেত ও গতিসীমা নির্ধারণ;

(ঝ) ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) অধিক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় সমন্বিত রুটনেটওয়ার্ক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঞ) মোটরযানের টাইপ ও শ্রেণির নমুনা অনুমোদন এবং তদনুযায়ী নির্মাণ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ;

(ট) মোটরযানের এক্সেল লোড ও ওজনসীমা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঠ) কমিটিসমূহের কার্যক্রম তদারকি, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

(ড) মোটরযানের কর ও ফি, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, নির্ধারণ ও উহা আদায়;

(ঢ) গণপরিবহণের ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন ও সরকারের নিকট প্রেরণ;

(ণ) যানজট নিরসনে মোটরযান ও গণপরিবহণের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ত) সড়ক নিরাপত্তার স্বার্থে, মোটরযান ও তদ্‌সম্পর্কিত কাগজাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং, প্রয়োজনে, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(থ) চালকের লাইসেন্স ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদির যথার্থতা পরীক্ষা করা এবং, প্রয়োজনে, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(দ) অধস্তন কোন কার্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত মোটরযান নিবন্ধন সনদ, ফিটনেস সনদ, রুট পারমিট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইত্যাদি পুনঃপর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

(২) কর্তৃপক্ষ Motor Vechicles Ordinance, 1983 (Ord. No. LV of 1983) এর অধীন বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

৬। **উপদেষ্টা পরিষদ ও উহার গঠন**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে এবং উক্ত উপদেষ্টা পরিষদ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) মন্ত্রী, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন;

(গ) মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন;

(ঘ) সচিব, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ;

(ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;

(ছ) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;

(জ) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;

(ঝ) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়;

(ঞ) সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়;

(ট) মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ;

(ঠ) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(ড) নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ;

(ঢ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি;

(ণ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতির একজন প্রতিনিধি;

(ত) সরকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক পরিবহণ শ্রমিক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি; এবং

(থ) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত উদ্দেশ্য ও মেয়াদের জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৭। **উপদেষ্টা পরিষদের কার্যাবলি**।—উপদেষ্টা পরিষদের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি নির্ধারণ;

(খ) স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সড়ক নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

(গ) সড়ক নিরাপত্তা বিধানে কৌশল উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) একাধিক মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সমন্বয় সাধন;

(চ) পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান; এবং

(ছ) জনবান্ধব, ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী দক্ষ গণপরিবহণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংস্কারমূলক কার্যক্রম চিহ্নিত করিয়া বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান।

৮। **উপদেষ্টা পরিষদের সভা**।—(১) উপদেষ্টা পরিষদের সভা প্রত্যেক ৪ (চার) মাসে একবার অনুষ্ঠিত হইবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে যে কোনো সময় সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে।

(২) উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য-সচিব, উহার সভপতির সহিত পরামর্শক্রমে, উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন এবং এইরূপ সভা উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) উপদেষ্টা পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে উহার সভার কোরাম হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) উপদেষ্টা পরিষদের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভার সভাপতির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র উপদেষ্টা পরিষদের কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উপদেষ্টা পরিষদের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। **পরিচালনা পরিষদ ও উহার গঠন**।—কর্তৃপক্ষের একটি পরিচালনা পরিষদ থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মচারী;

(গ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মচারী;

(ঘ) সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মচারী;

(ঙ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মচারী;

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার ২ (দুই) জন কর্মচারী; এবং

(ছ) কর্তৃপক্ষের সচিব, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

১০। **পরিচালনা পরিষদের সভা**।—(১) পরিচালনা পরিষদের সভা প্রত্যেক ৩ (তিন) মাসে একবার অনুষ্ঠিত হইবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে যে কোনো সময় সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে।

(২) পরিচালনা পরিষদের সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) পরিচালনা পরিষদের সভাপতি কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময় ও স্থানে উহার সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) পরিচালনা পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে উহার সভার কোরাম হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) পরিচালনা পরিষদের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যারিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভার সভাপতির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র পরিচালনা পরিষদের কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা পরিচালনা পরিষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিচালনা পরিষদের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১১। **চেয়ারম্যান**।—(১) কর্তৃপক্ষের একজন চেয়ারম্যান থাকিবে।

(২) চেয়ারম্যান প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মরত কর্মচারীগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের বিধান অনুসারে কর্তৃপক্ষের প্রশাসন পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদনা করিবেন।

(৫) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে উক্ত শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত, অথবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মচারী চেয়ারম্যানরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। **কমিটি গঠন**।—কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলি দক্ষতার সহিত সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা, কার্যাবলি ও কর্মপরিধি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৩। **কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি**।—(১) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এবং, সময় সময়, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ ও বিশেষ নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উক্ত কর্মচারীগণের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। **বাজেট**।—কর্তৃপক্ষ, প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থবৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থবৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৫। **হিসাব ও নিরীক্ষা**।—(১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব ও স্থিতিপত্রসহ বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং এইরূপ হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত সাধারণ নির্দেশনা পালন করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত কোনো "chartered accountant" দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক "chartered accountant" নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়োগকৃত "chartered accountant" সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত হারে পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব-নিরীক্ষক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগকৃত chartered accountant কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, বার্ষিক ব্যালেন্স সিট, নগর বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, উপদেষ্টা পরিষদ বা পরিচালনা পরিষদের সদস্য বা কর্তৃপক্ষের যে কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৬ । **কোম্পানি গঠনের ক্ষমতা।**—কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন এক বা একাধিক কোম্পানি গঠন করিতে পারিবে।

১৭। **নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা।**—সরকার, সময় সময়, কর্তৃপক্ষকে, তদ্‌বিবেচনায় যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৮। **ক্ষমতার্পণ।**—কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, লিখিতভাবে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে, যদি থাকে, এই আইনের অধীন উহার কোনো ক্ষমতা চেয়ারম্যান, পরিচালনা পরিষদের কোনো সদস্য বা কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। **নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ।**—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) ইংরেজি ও বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২২। **Ord. No. LV of 1983 এর সংশোধন।**—Motor Vehicles Ordinance. 1983 (Ord. No. LV of 1983) এর—

(ক) Section 2 এর clause (1a) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (1a) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(1a) "Authority" means the Bangladesh Road Transport Authority established under clause (2) of section 2 of the Bangladesh Road Transport Act, 2016;"; এবং

(খ) Chapter IA বিলুপ্ত হইবে।

২৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—ধারা ২২ এর অধীন বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, বিলুপ্ত Chapter IA এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Road Transport Authority, অতঃপর উক্ত Authority বলিয়া অভিহিত, এর—

(ক) সকল সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, প্রকল্প এবং অন্য সকল প্রকার দাবি ও অধিকার কর্তৃপক্ষের সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, সম্পত্তি, অর্থ, প্রকল্প এবং দাবি ও অধিকার হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) সকল ঋণ ও দায়-দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের ঋণ ও দায়-দায়িত্ব বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত কোনো মামলা, গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত যে কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে চলমান থাকিবে ও নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে;

(ঘ) সকল চুক্তি ও দলিল, যাহাতে উক্ত Authority পক্ষ ছিল, কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বা বিরুদ্ধে এমনভাবে বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে যেন কর্তৃপক্ষ উহাতে পক্ষ ছিল;

(ঙ) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ, নির্দেশ, নীতিমালা বা ইনস্ট্রুমেন্ট কার্যকর থাকিবে;

তবে যতটুকু এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততটুকু বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(চ) কর্মচারীগণ এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে শর্তাধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, সেই একই শর্তে কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন এবং পূর্বের নিয়মে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্ত হইবেন এবং যে Rules এর অধীন কর্মচারী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই Rules উহার অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মচারী অবসরে না যাওয়া, মৃত্যুবরণ না করা বা চাকরিচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

সড়ক পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়ন, সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস, সড়ক নিরাপত্তায় গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং জনসাধারণকে মোটযানের রেজিস্ট্রেশন, রুট পারমিট, ফিটনেস, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দ্রুত ও উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে মোটরযান এবং সড়ক পরিবহন ব্যবস্থাকে পরিকল্পিত, প্রযুক্তি নির্ভর, টেকসই, পরিবেশ বান্ধব ও দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য সুনির্দিষ্ট আইনের প্রয়োজন রয়েছে।

২. এ প্রেক্ষাপটে খসড়া বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ গত ২১-০৯-২০১৫ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করা হলে মন্ত্রিসভা বৈঠকে আইনের খসড়াটি নীতিগতভাবে এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত আইনের খসড়াটি ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক আইনের খসড়াটি ভেটিংপূর্বক ফেরত প্রদান করে।

৩. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ বিলটির সাথে সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে বিধায় বিলটি সংসদে উত্থাপনের নিমিত্ত বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮২ এর বিধান অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ এর উল্লেখযোগ্য প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হল:

ক) মোটরযান এবং সড়ক পরিবহন ব্যবস্থাকে পরিকল্পিত, প্রযুক্তি নির্ভর, টেকসই, পরিবেশ বান্ধব ও দক্ষ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ এর কর্মকাণ্ড পুনর্বিন্যাস;

খ) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ও প্রায়োগিক ক্ষমতাকে সুস্পষ্ট আইনি ভিত্তি দেয়া;

গ) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ও ক্ষমতা সুনির্দিষ্টকরণ; এবং

ঘ) মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে কর্তৃপক্ষের একটি উপদেষ্টা পরিষদ এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষকে সভাপতি করে একটি পরিচালনা পরিষদ গঠন।

ওবায়দুল কাদের
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd